19 APR 2016

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্ধেকের বেশি ছাত্রীর আবাসিক সুবিধা নেই

মানসুরা হোসাইন ও আসিফুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রীর আবাসিক সুবিধা নেই। আর ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে বাড়ছে নানা সংকট।

আবাসনের সুবিধা না পেয়ে সবচেয়ে বিপাকে পড়ছেন মফস্বল থেকে আসা ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাতায়াত করার কারণে খরচ যেমন বাড়ছে, তেমনি নিরাপত্তা নিয়েও তাঁদের উদ্বেগ আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ হাজারের বেশি ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এর মধ্যে আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা ৬ হাজার ৩৪৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আবাসিক হল আছে ১৯টি। হোস্টেল আছে চারটি। এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি আবাসিক হল ও দুটি হোস্টেল ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকও *প্রথম আলোকে* বলেন, যে ছাত্রীরা হলগুলোতে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

অর্ধেকের বেশি ছাত্রীর আবাসিক সুবিধা নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকতে পারছে না তাদের বাইরে থাকতে অনেক খরচ করতে হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সংকট কাটানোর বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে অগ্রাধিকারে আছে। তবে নতুন হল করার জন্য আর জায়গা নেই। তাই পুরোনো হলগুলো ভেঙে ওপরের দিকে বাড়িয়ে স্থান সংকুলানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শ্রাবণী দত্ত হলে সিট পাননি। চট্টগ্রামের মেয়ে শ্রাবণীর ঢাকায় তেমন কোনো আত্মীয় নেই। ফলে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ধানমন্ডিতে একটি বেসরকারি হোস্টেলে। এখানে থাকা ও খাবার খরচই দিতে হয় মাসে সাত হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস না পেলে রিকশায় যেতে হচ্ছে। রিকশায় আসা যাওয়া বাবদ দিনে খরচ ১৪০ টাকা। অন্যান্য খরচ তো আছেই।

শ্রাবণী দত্ত বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থাকার অনেক খরচ। নিরাপত্তার অভাব তো আছেই।' তিনি রোকেয়া হলে সিটের জন্য আবেদন করেছেন। এখন অপেক্ষায় আছেন ডাক পাওয়ার।

রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রীদের হলে থাকা বাবদ খরচ কম। হলের কয়েকজন ছাত্রী জানালেন, হলে খাবার খরচও কম। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ওয়াইফাই, সাইবার ক্যাফে, লন্ড্রি, পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার ব্যবহারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে নাম মাত্র মূল্যে। ছাত্রীদের অন্যান্য হলেও বলতে গেলে খরচ কম। নিরাপত্তার জন্য হলে আছে সিসি ক্যামেরা। এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রির ছাত্রীদের জন্য নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস যাত্রা শুরু করে ১৯৯৪ সালে। বিভিন্ন হলের অধীনে অনাবাসিক ছাত্রী ভর্তির পর আবাসিক হিসেবে কেউ থাকতে চাইলে তখন আবেদন করেন। এ হোস্টেলে কর্মরত জাহাঙ্গীর আলম জানান, ১১২ আসনের মধ্যে বর্তমানে ১৩০ জন ছাত্রী আছেন। এখানে ভাড়া মাসে ১২ থেকে ১৫ টাকা।

এর বাইরে শামসুন নাহার হল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কবি সুফিয়া কামাল হল, নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ছাত্রী নিবাস ও শহীদ অ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেলে (ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের) ছাত্রীরা থাকছেন। হলগুলোতে আসনসংখ্যা কম থাকার কারণে বেশির ভাগ হলেই ছাত্রীদের ডাবলিং অথবা অন্যের সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করে থাকতে হচ্ছে। চতুর্থ বর্ষে গিয়ে একক রুম পাওয়ার সুযোগ মিলছে। বেশির ভাগ হলেই আছে গণ রুম বা অতিথি রুম। বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলে তিনটি অতিথি রুমে একতলা, দোতলা খাটে থাকছে ৪৮ জন। এ হলে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের সিট দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত ডাকাই হয়নি। সাধারণ ছাত্রীদের বিভিন্ন হলে সিট পেতেও অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রী হলগুলোতে নতুন 'উৎপাত' হিসেবে রাজনৈতিক বিবেচনায় ছাত্রীদের সিট দেওয়ার বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে।

কবি সুফিয়া কামাল হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আবাসিক শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মফস্বলের ছেলেমেয়েরা। ঢাকার ছেলেমেয়েরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে অথবা ঢাকায় তাদের বাসা আছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিপাকে পড়ছে মফস্বল থেকে আসা ছেলেমেয়েরা। বিশেষ করে মেয়েরা। তাঁদের আবাসনের ব্যবস্থা করা জরুরি। তবে এই মেয়েদের বাদ দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় হল কর্তৃপক্ষ মেয়েদের হলে তুলতে বাধ্য হচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে মেধা বা প্রয়োজন কোনোটাই বিবেচনা করা হচ্ছে না। রোকেয়া হলের খণ্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক রওশন আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, রোকেয়া হলের ভেতরে '৭ মার্চ' নামে স্বতন্ত্র আরেকটি ভবনের কাজ চলছে। এ ভবনের কাজ শেষ হলে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ ছাত্রী সিট পাবে।